تهذيب السيرة النبوية

সিরাতুন নবি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

রচনা

ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শারাফ আন-নববি আশ-শাফেয়ি

(জন্ম : ৬৩১ হি., মৃত্যু : ৬৭৬ হি.)

অনুবাদ

নুরুল হাসান ইবনে মুখতার

আনোয়ার লাইব্রেরি

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]

রচনা : ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে শারাফ আন-নববি (রহ.)

অনুবাদ : নুরুল হাসান ইবনে মুখতার

প্রচ্ছদ : কাজি যুবায়ের মাহমুদ

মূলপাঠ নিরীক্ষণ : আনিসুর রহমান ও ইরফান ভুঁইয়া

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০২১

প্রকাশনায়

আনোয়ার লাইব্রেরি

ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং # ৩৯-৪২

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০২৯৫৩৩৩৩৫, +৮৮ ০১৯১৩৬৮০০১০

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইন অর্ডার

www.rokomari.com

www.wafilife.com

মূল্য : ২৫০/=

Seerat An-Nabi

[Sallallahu alaihi wa sallam]

Written by : Imam Yahya Ibn Saraf An-Nawavi (Rh.)

Translated by : Nurul Hasan Ibn Mukhter

Published by

Anwar Library

Islami Tower, Ground Floor, Shop # 39-42

11/1, Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100

+88 029533335, +88 01913680010

Visit us : https://www.facebook.com/anwarlibrary

Email : anwarlibrarybd@gmail.com

ISBN : 978-984-91039-6-7

Price : Tk. 250/= Only

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনও অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনও অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। জ্ঞান সত্ত্ব ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনও উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অর্পণ

আমার সদ্যপ্রয়াত নানিজানের মাগফিরাত ও ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে।

–নুরুল হাসান ইবনে মুখতার

প্রকাশকের কথা

পৃথিবীর মানুষের জন্য মানবতা ও মনুষ্যত্বের যাবতীয় গুণাবলির পূর্ণাঙ্গ ধারক হিসাবেই আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে। মানবজাতিকে মানবতা শেখানোর জন্যই তাঁর আগমন। মানবতা-শিক্ষার পাঠ্যসূচি হিসাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পাঠালেন আল-কোরআন। এই কোরআনের শিক্ষার বাস্তব রূপায়ন ঘটালেন আল্লাহর নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এজন্যই আয়েশা (রা.) বলেছিলেন : "তাঁর চরিত্র ছিল আল-কোরআন।"

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে কোরআনের শিক্ষা বাস্তবায়িত করেছেন, তা আমরা দেখতে পাই তাঁর জীবনীতে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি মানবজাতিকে দেখিয়ে গিয়েছেন, কীভাবে মানবতার লালন ও মানবিকতার প্রসার ঘটাতে হয়।

নবিজির জীবনী সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করার অপরিহার্যতা এখানেই। যে কারণে যুগে-যুগে হাজারো লেখক নবিজীবনকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন বইয়ের পাতায়। যাঁরা সিরাতুন্নবি নিয়ে লিখেছেন তাঁদের মাঝে এক অনন্য উচ্চতায় রয়েছেন ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে শারাফ নববি (রহ.)। সিরাতুন্নবিকে অতি সংক্ষেপে এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে এনেছেন তাঁর কিতাব "তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত"-এর শুরুতেই। সেখান থেকে সিরাতুন্নবি'র এই অংশটিরই সরল অনুবাদ "সিরাতুন নবি" শীর্ষক এই বইটি। যে লেখক যতবেশি জ্ঞানের ধারক হন, তার রচনায়ও সে জ্ঞানের আলো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সে-হিসাবে আমরা নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, ইমাম নববির মতো কালজয়ী এই জ্ঞানতাপসের সিরাতগ্রন্থটি পাঠকদের হৃদয় স্পর্শ করবে, সিরাতপাঠের অনেক বদ্ধ দুয়ার উন্মোচিত করবে এবং নবিপ্রেমের নতুন উদ্দীপনায় জাগ্রত করবে।

প্রকাশনা জগতে রুচিশীলতা ও আভিজাত্য সৃষ্টিতে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এমন একটি কালজয়ী গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে খুবই আনন্দিত ও তৃপ্ত বোধ করছে। গ্রন্থটির লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক এবং যারাই এটিকে আলোর মুখ দেখতে সহায়তা করেছেন, সবাইকে আল্লাহ তাআলা তাঁর শান অনুযায়ী পুরস্কৃত করুন। এই বইটিকে উসিলা করে হাউজে কাউসারের পাড়ে নবিজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে প্রেমময় সাক্ষাৎ নসিব করুন এবং বিচারদিবসে তাঁর শাফায়াত লাভে চূড়ান্তভাবে ধন্য করুন। আমিন। ছুম্মা আমিন।

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরি
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তাআলার শোকর, এই অধম নালায়েককে দিয়ে তিনি এমন একটি পুণ্যকর্ম সম্পন্ন করালেন । সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বান্দা ও পয়গম্বর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গ, সহচর ও কেয়ামত পর্যন্ত আগত সব অনুসারীদের প্রতি।

কলম ধরতে শেখার পর থেকেই মনের বাসনা ছিল সিরাতুন্নবি বিষয়ে কাজ করার। সেই স্বপ্নকুঁড়ির এটি প্রথম ফুল। প্রথম তাবির।

ইমাম নববি (রহ.)-এর ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে এখানে বড় করে বলার অবকাশ নেই। কিতাবের শুরুতে তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সংক্ষিপ্ত জীবনী যুক্ত করা হয়েছে। তাঁর মতো ইমাম, শাইখুল ইসলাম, উস্তাযুল মুহাদ্দিসিন ওয়াল ফুকাহা, ইলমে হাদিস ও রিজাল শাস্ত্রের ইমাম, তাকওয়া-তাহারত ও ইবাদত-যুহদে সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিত্ব যখন নবিজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনালোচনা করবেন, পাঠকমাত্রই সে মজলিসের অংশ হতে অগ্রহী হবেন–এটাই স্বাভাবিক।

ইমাম নববি (রহ.)-এর কিতাব "তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত"-এ হাদিসের রাবিদের (বর্ণনাকারী) পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তিনি ভেবেছেন, এইসব মহান ব্যক্তিদের পরিচয় যেখানে থাকবে, তার শুরুতে আমাদের প্রিয়নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনালোচনা থাকলে সেটি অধিকতর বরকত ও কবুলিয়াতের উসিলা হবে। এজন্য তিনি তাহযিবুল আসমা'র শুরুতে সংক্ষেপে কিন্তু গভীর ও ব্যাপক অর্থবোধক কথামালায় নবিজির পূর্ণাঙ্গ সিরাত তুলে ধরেছেন। সেই অংশটুকুই "রাবেতাতুল আলামিল ইসলামি"র উদ্যোগে শাইখ খালেদ ইবনে আবদুর রহমান আশ-শায়ে'-এর তাহকিকে "তাহযিবুস সিরাতিন নাবাবিয়্যাহ" নামে প্রকাশিত হয়। বক্ষ্যমাণ কিতাবটি তারই বঙ্গানুবাদ।

মূলত ইলমুর রিজালের কিতাবের অংশ হিসাবে লিখিত হওয়ায় এই কিতাবের মূল পাঠক ছিলেন আলেম ও হাদিসশাস্ত্রের তালিবুল ইলমগণ। তাই সিরাতের সব তথ্য বিস্তারিত না-বলে ইশারা-ইঙ্গিতে বহু কথা তিনি এই সংক্ষিপ্ত কলেবরে ঠেসে দিয়েছেন।

ইমাম নববি (রহ.) হাফিযুল হাদিস হওয়ায় সিরাতুন নবি আলোচনার প্রায় জায়গায়ই সংক্ষিপ্তকরণের জন্য হাদিসের হুবহু শব্দ উল্লেখ করেছেন। ব্যাখ্যা

দেননি। সেজন্য এ ধরনের প্রতিটি শব্দের অর্থ নিরূপণে আমরা হাদিসের প্রাচীন ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহের সহায়তা গ্রহণ করেছি, যা এই অনুবাদগ্রন্থের মান বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে : *আত-তাওযিহ লিশারহিল জামিয়িস সহিহ (শরহে বুখারি) লি ইবনিল মুলাক্কিন*, *ফাতহুল বারি শরহু সহিহিল বুখারি*, *আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখিসি সহিহি মুসলিম লিল কুরতুবি*, *আল-মিনহাজ ফি শারহি সহিহি মুসলিম লিল ইমাম নববি*, *মাআলিমুস সুনান (শরহে সুনানে আবু দাউদ) লিল খাত্তাবি*, *বাযলুল মাজহুদ (শরহে সুনানে আবু দাউদ) লি খলিল আহমাদ সাহারানপুরি*, *আল-কাশেফ (শরহে মিশকাত) লিত তিবি* প্রভৃতি।

মূল নোসখার মুহাক্কিকের টীকা থেকেও ইস্তিফাদা করেছি। প্রায় সব টীকায়ই আমরা গ্রহণযোগ্য তথ্যসূত্র উল্লেখ করে দিয়েছি। টীকায় আয়াত ও হাদিসের মানসহ তাখরিজের কাজ ছাড়াও বড় যে কাজটি আমাদের করতে হয়েছে তা হলো, ইমাম নববি (রহ.) যেসব তথ্য অতিসংক্ষেপে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, পাঠকসাধারণের সুবিধার্থে সহিহ হাদিস ও গ্রহণযোগ্য সূত্রের আলোকে সেসব বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।

হাদিসের মাননির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের অনুসৃত নীতি : কোনো জাল বা জাল-পর্যায়ের যয়িফ হাদিস থাকলে তা অবশ্যই উল্লেখ করে দেওয়া। বুখারি-মুসলিম ছাড়া অন্য হাদিসগুলোর হুকুম সংযোজন করা। হুকুম গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের মত তথ্যসূত্রসহ উল্লেখ করা। মুহাদ্দিসিনে কেরামের মূলনীতির বাইরে না-যাওয়া। সুনানে তিরমিযির ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযির মত, মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ'র ক্ষেত্রে শাইখ শুআইব আরনাউত-এর মত, মুসনাদে আবু ইয়ালা ও সুনানে দারিমি'র ক্ষেত্রে শাইখ হুসাইন সালিম-এর মত এবং তাবারানি'র হাদিসের ক্ষেত্রে নুরুদ্দিন হাইসামি'র মত গ্রহণ করেছি। অন্য যাদের মত উদ্ধৃত করেছি, সেক্ষেত্রে তথ্যসূত্র দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের আমলগুলো ইখলাসে পরিপূর্ণ করুন, উম্মতের জন্য উপকারী এবং আমাদের সবার জন্য নাজাতের উসিলা করুন। আমিন।

নুরুল হাসান ইবনে মুখতার

০৭-১১-২০২১

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

ইমাম নববি : সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম
রাসুলুল্লাহর ﷺ বংশ-পরিচয়
রাসুলুল্লাহর ﷺ উপনাম ও গুণবাচক নাম
রাসুলুল্লাহর ﷺ সম্মানিত মাতা
রাসুলুল্লাহর ﷺ শুভজন্ম
রাসুলুল্লাহর ﷺ ওফাত
রাসুলুল্লাহর ﷺ দাফন ও বয়স
রাসুলুল্লাহর ﷺ নবুয়তের সত্যতা
রাসুলুল্লাহর ﷺ গুণাবলি
রাসুলুল্লাহর ﷺ সন্তান-সন্ততি
রাসুলুল্লাহর ﷺ চাচা ও ফুফু
রাসুলুল্লাহর ﷺ বিবিগণ
রাসুলুল্লাহর ﷺ দাস-দাসী
রাসুলুল্লাহর ﷺ খাদেমগণ
রাসুলুল্লাহর ﷺ লিপিকারগণ
রাসুলুল্লাহর ﷺ দূতগণ
রাসুলুল্লাহর ﷺ মুয়াযযিনগণ

রাসুলুল্লাহর ﷺ উমরা, হজ, গাযওয়া ও সারিয়া
রাসুলুল্লাহর ﷺ আচার-আচরণ
রাসুলুল্লাহর ﷺ মোজেজা
ভবিষ্যদ্বাণী
তাঁর দোয়া ছিল মাকবুল
রাসুলুল্লাহর ﷺ ঘোড়া, বাহন ও হাতিয়ার
খাসায়িসুর রাসুল ﷺ
প্রথম প্রকার :
দ্বিতীয় প্রকার :
তৃতীয় প্রকার :
চতুর্থ প্রকার :
উপসংহার

ইমাম নববি

সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম

নাম ও বংশ পরিচয়

তাঁর নাম : ইয়াহইয়া। বাবার নাম : শারাফ।

উপনাম : আবু যাকারিয়া। উপাধি : মুহিউদ্দিন আন-নাওয়াওয়ি (আন-নববি)।

বংশানুক্রম : ইয়াহইয়া ইবনে শারাফ ইবনে মুররি ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন।

ইমাম যাহাবি (রহ.) বলেন, "তিনি একাধারে ছিলেন মুফতিউল উম্মাহ, শাইখুল ইসলাম, হাফিযুল হাদিস, ইবাদত ও দুনিয়াবিমুখতার বিরল দৃষ্টান্ত, শাফেয়ি মাযহাবের বিশিষ্ট ফকিহ এবং জগদ্বিখ্যাত ইসলামি ব্যক্তিত্ব।"

জন্ম ও শৈশব

তিনি ৬৩১ হিজরি সনের মুহাররাম মাসের মাঝামাঝি সময়ে নাওয়া[১] নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উর্ধ্বতন পিতামহ ছিলেন : হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জুমুআহ ইবনে হিযাম আল-হিযামি। হিযাম জাওলান নামক এলাকার নাওয়া নামক গ্রামে বসবাস শুরু করেন। সেকালে আরবরা এভাবেই এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় গিয়ে বসবাস শুরু করত। সেখানে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে প্রচুর সন্তান-সন্ততি দান করেন। ফলে সেখানে তারা প্রভাবশালী খান্দানে পরিণত হন।

ইমাম নববির "নববি" বা النووي শব্দটি النواوي বা النووي এই দুই বানানেই লেখা যায়।

বাবার কাছেই তিনি প্রতিপালিত হন, আদব-কায়দা ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। প্রথমদিকে তাঁর বাবা তাঁকে তাদের দোকানে ব্যবসা-বাণিজ্য শেখার জন্য বসাতেন। কিন্তু ইমাম নববি কুরআন তেলাওয়াতে খুবই আগ্রহী

১. সিরিয়ার রাজধানী দামেশকের দক্ষিণে অবস্থিত একটি জনবহুল এলাকা। নাওয়া তে জন্মগ্রহণ করেছেন বলেই তাঁকে নাওয়াওয়ি বা সহজ উচ্চারণে নববি বলা হয়।

ছিলেন। বেচাকেনার ব্যস্ততায়ও তিনি তেলাওয়াতে সময় দিতে ভুলতেন না। তার এই আগ্রহ দেখে মরক্কোর বিশিষ্ট আলেম শাইখ ইয়াসিন ইবনে ইউসুফ আল-মুররাকিশি (রহ.) তাঁর কোরআনের শিক্ষককে বলেন, "এই ছেলেকে হিফযুল কোরআনের জন্য মাদরাসায় ভর্তি করেন। আশা করি, ছেলেটি তার সময়ের সবচেয়ে বড় আলেম ও খ্যাতনামা ব্যক্তিদের একজন হবে।" শিক্ষক একথা শুনে শাইখ ইয়াসিন কে বললেন, "আপনি কি জ্যোতিষী?" শাইখ বললেন, "না। তবে আল্লাহ তাআলাই আমার মুখ থেকে একথা বের করেছেন।" সেই শিক্ষক এই কথা তাঁর বাবাকে জানালে তিনি রাজি হন। ইমাম নববি তখন পূর্ণ উদ্যমে কুরআন শরিফ মুখস্থ করতে শুরু করেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই তিনি পুরো কুরআন শরিফ হিফয করে ফেলেন।

শিক্ষা-দীক্ষা

নাওয়ার পরিবেশ তাঁর ইলমের পিপাসা নিবারণের জন্য যথেষ্ট না-হওয়ায় তাঁর বাবা ৬৪৯ হিজরি সনে তাঁকে দামেশকে নিয়ে যান। তাঁর বয়স তখন উনিশ বছর। সেসময় দামেশক ছিল আলেম-উলামার মনোযোগের কেন্দ্রস্থল, নামকরা সব বিদ্বানদের বিচরণক্ষেত্র। তালিবুল ইলমরা তাই দামেশকের উদ্দেশ্যেই আগমন করত বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে। ইলমে দীন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয় শেখানোর জন্য সেখানে তখন তিনশরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। ইমাম নববি সেখানকার আল-মাদরাসাতুর রাওয়াহিয়ায় ভর্তি হন।

ইমাম নববি (রহ.) তাঁর শাগরেদ ইবনুল আত্তার (রহ.) কে বলেন, "রাওয়াহিয়া মাদরাসায় থাকতে কোনোদিন আমি বিছানায় পিঠ লাগাইনি। মাদরাসার বাবুর্চিখানা থেকে যে যৎসামান্য রেশন আসত, তা দিয়েই দিন পার করে দিতাম।"[২]

রাত-দিন সমানে ইলমের মেহনতে ডুবে থাকতেন তিনি। বিছানায় তো ঘুমাতেন না; ঘুমে চোখ মুদে এলে কিতাবের ওপর মাথা রাখতেন। কিছুক্ষণ পর জেগে উঠে আবার পড়া শুরু করতেন। তাঁর এই ইলমি নিমগ্নতার

২. তারিখুল ইসলাম, ইমাম যাহাবি। ১৫/৩২৪।

কারণে তিনি সবার কাছে প্রবাদতুল্য হয়ে ওঠেন। ইলমে দীনের প্রতি এই নিখাদ ভালোবাসার কারণে তিনি আজীবন অবিবাহিত থেকেই কাটিয়ে দিয়েছেন। মুহাদ্দিসগণ তাঁকে নিয়ে কিতাব লিখেছেন : العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج –"চিরকুমার আলেমগণ : যাঁরা বিবাহিত জীবনের বদলে ইলমে দীনকে প্রাধান্য দিয়েছেন"।[৩]

তাঁর উস্তাদগণ

প্রধান বিচারপতি ইমাদুদ্দিন আবদুল করিম ইবনে আবদুস সামাদ আল-হারাসতানি, আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আবু উমর ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি, জামালুদ্দিন ইবনুস সাইরাফি, আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনে ইসা আল-আন্দালুসি, তকিউদ্দিন ইবনে আবিল ইউস্‌র, যাইনুদ্দিন ইবনে আবদুদ দায়েম, দামেশকের প্রধান মুফতি আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান ইবনে নুহ আল-মাকদিসি, মুহাদ্দিসে কাবির জিয়াউদ্দিন ইবনে তাম্মাম আল-হানাফি প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহু তাআলা)।

শিক্ষকজীবন

হিজরি ৬৬৫ সালে ইমাম আবু শামাহ (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর দামেশকের প্রথম হাদিস পাঠদান কেন্দ্র "দারুল হাদিস আল-আশরাফিয়্যাহ" তে ইমাম নববি (রহ.) প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ পর্যন্তই তিনি এই পদে সমাসীন ছিলেন। শিক্ষাদানের সুবাদে হাজারো তালিবুল ইলম তাঁর ইলমের নুর থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। ব্যাপক গবেষণা সহকারে তিনি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম-এর দরস প্রদান করতেন। তিনি এই সময়ে আরও যেসব কিতাবের দরস প্রদান করেছেন : সুনানে আবু দাউদ (আংশিক), সাফওয়াতুত তাসাওউফ, আল-হুজ্জাহ আলা তারিকিল মাহাজ্জাহ, শারহু মাআনিল আসার লিত তহাবি প্রভৃতি।

৩. কিতাবটির লেখক নিকট অতীতের খ্যাতনামা হাদিসবেত্তা শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রাহিমাহুল্লাহু ওয়া নাফাআনা বি উলুমিহি)। কিতাবটিতে তিনি ইমাম নববিসহ বিশজন মুহাদ্দিসের জীবনী রচনা করেছেন, ইলমে হাদিসের খেদমতে যারা পুরো জিন্দেগি ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।

তাঁর শাগরেদগণ

শাইখ আলাউদ্দিন আলি ইবনুল আত্তার, বিচারপতি সাদরুদ্দিন সুলাইমান আল-জাফরি, শাইখ শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবনে জা'ওয়ান, বিচারপতি শিহাবুদ্দিন আল-ইরবিদি, ইবনে আবিল ফাতাহ প্রমুখ (রাহিমাহুমুল্লাহ)। এমনকি ইমাম আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযি (রহ.)-এর মতো বড় ইমামও তাঁর কাছ থেকে হাদিস শুনেছেন।[৪]

রচনাবলি

১. রিয়াদুস সালিহিন। ব্যক্তিগত আমলের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য গ্রহণযোগ্য সনদের নির্বাচিত হাদিসের একটি অনবদ্য সংকলন।

২. আল-মিনহাজ ফি শারহি সহিহি মুসলিম। যেটি সহিহ মুসলিমের হিন্দুস্তানি নোসখার টীকায় ছাপা হয়। মুআস্‌সাসা কুরতুবা থেকে এটি আঠারো খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

৩. আল-আযকার। গ্রহণযোগ্য হাদিসের আলোকে মুসলিম জীবনের প্রাত্যহিক ওযিফা ও দোয়ার সংকলন।

৪. আল-আরবাইন। নির্বাচিত চল্লিশ হাদিসের কালজয়ী সংকলন।

৫. ইরশাদু তুল্লাবিল হাকায়িক ইলা মা'রিফাতি সুনানি খাইরিল খালায়িক। মাকতাবাতুল ইমান, মদিনা মুনাওয়ারা থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত। উলুমুল হাদিস তথা হাদিসশাস্ত্রের পরিভাষা-পরিচিতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে রচিত একটি অনন্য গ্রন্থ। আত-তাখাস্‌সুস ফি উলুমিল হাদিস (উচ্চতর হাদিস গবেষণা অনুষদ)-এ এটি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। মূলত এটি মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ এর সারসংক্ষেপ।

৬. আত-তাকরিব ওয়াত তাইসির লি মা'রিফাতি সুনানিল বাশিরিন

৪. প্রাগুক্ত।

হলো। ইমাম নববি (রহ.)-এর গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হলো।[৬]

দামেশকে তাঁর ইন্তেকালের খবর পৌঁছামাত্র মানুষের আহাজারিতে পুরো দামেশক শহরের আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠেছিল। সকলের মনেই এক দগদগে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। যে ক্ষত আর সারবার নয়। ইন্তেকালের পরে প্রায় বিশজন লেখক তাঁর নামে শোকগাথা (মর্সিয়া) রচনা করেছিল।

তাঁর সম্পর্কে সালাফের মন্তব্য

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আবুল আব্বাস ইবনে ফারাহ বলেন, "ইমাম নববি (রহ.)-এর মাঝে এমন তিন ধরনের গুণের সম্মিলন ঘটেছিল, যার কোনো একটি যদি কারো মাঝে পাওয়া যায়, পৃথিবীর যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, মানুষ তার থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য দিগ-দিগন্ত পাড়ি দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

"প্রথম প্রকার : গভীর ও পরিপক্ব ইলম এবং ইলমের দাবি অনুযায়ী আমল করা।

"দ্বিতীয় প্রকার : দুনিয়া এবং দুনিয়াবি সকল বিত্ত-বৈভব, পদ-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি বিমুখতা ও অনাগ্রহ।

"তৃতীয় প্রকার : মানুষকে সৎকর্মের আদেশ করা ও অসৎকর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সদা তৎপর থাকা।"[৭]

আল্লামা ইবনুল আত্তার (রহ.) বলেন, "ইমাম নববি (রহ.) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ তাআলার এই বিধানটি পালনে তিনি কারো কোনো তিরস্কার বা হুমকি-ধমকির পরোয়া করতেন না। অনিয়ম কিংবা দুর্নীতি দেখতে পেলে শাসকদের মুখের ওপর প্রতিবাদ করতেন। কখনও সরাসরি প্রতিবাদ করতে

৬. তারিখুল ইসলাম, ইমাম যাহাবি : ১৫/৩২৪।

৭. প্রাগুক্ত।

না-পারলে চিঠি লিখে সতর্ক করে দিতেন।"[৮]

ইমাম যাহাবি (রহ.) বলেন, "নফসের সঙ্গে চূড়ান্ত পর্যায়ের মুজাহাদা, তাকওয়ার চাহিদা অনুযায়ী আমল করা এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নফস থেকে সবরকমের দোষ-ত্রুটি দূর করার পাশাপাশি তিনি ছিলেন হাদিস, উলুমুল হাদিস এবং ইলমুর রিজালের হাফেয, হাদিসের সহিহ-যয়িফ সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস এবং শাফেয়ি মাযহাবের বরিত ইমাম।"[৯]

ইমাম নববি (রহ.)-এর প্রতি আল্লাহ তাআলা রহমত করুন, তাঁর ভুলগুলো ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিবাসী হিসাবে কবুল করুন, তিনি যে অত্যুজ্জ্বল আদর্শ রেখে গিয়েছেন, তা অনুসরণ করার মাধ্যমে আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে জান্নাতে সমবেত হওয়ার এবং তাঁর ইলমি উত্তরাধিকারের যথাযথ হক আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين.

— নুরুল হাসান ইবনে মুখতার

❀

রাসুলুল্লাহর ﷺ বংশ-পরিচয়

নাম ও বংশানুক্রম : মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুয়াই ইবনে গালেব ইবনে ফিহর ইবনে মালেক ইবনুন নাদার ইবনে কিনানাহ ইবনে খুযাইমাহ ইবনে মুদরিকাহ ইবনে ইলইয়াস ইবনে মুদার ইবনে নাযার

৮. প্রাগুক্ত।

৯. আল-উলামাউল উযযাব, শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.), পৃ. ৯৪।

ইবনে মাআদ্দ ইবনে আদনান।[১০]

বংশতালিকার এ-পর্যন্ত বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের সকল উলামায়ে কেরামের ইজমা (ঐকমত্য) রয়েছে। তবে এর পরবর্তী ধারাবাহিকতায় রয়েছে প্রচণ্ড মতানৈক্য।

উলামায়ে কেরাম বলেন, সেসব মতের কোনো একটিও সহিহ বা নির্ভরযোগ্য নয়।

বানান-নির্দেশিকা : কুসাই (قصي) শব্দের কফ হরফে পেশ, লুয়াই (لؤي/لوي) শব্দের মাঝে হামযা বা ওয়াও এবং ইলইয়াস (الياس) শব্দটির শুরুতে রয়েছে 'হামযায়ে ওয়াস্‌ল'; তবে কারো-কারো মতে সেটি হামযায়ে কতয়ি।

রাসুলুল্লাহর ﷺ উপনাম ও গুণবাচক নাম

নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রসিদ্ধ উপনাম[১১] : আবুল

১০. ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ বুখারিতে নবিজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বংশধারা এ পর্যন্তই উল্লেখ করেছেন। দেখুন, সহিহ বুখারি (ফাতহুল বারিসহ) : ৭/১৬২, যাদুল মাআদ, আল্লামা ইবনুল কায়্যিম : ১/৭১। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.)-ও তাঁর কিতাব ফাতহুল বারি তে একই আলোচনা করেছেন। (ফাতহুল বারি : ৬/৫৩৮-৫৩৯)

১১. উপনাম : প্রকৃত নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত অন্য নাম (Surname)। আরবের সংস্কৃতিতে ছেলের বা মেয়ের নামে পিতাকে ডাকা হয়। যেমন : আবুল কাসেম (কাসেমের বাবা), আবু মাইমুনা (মাইমুনার বাবা)। তাই এখানে উপনাম বলতে এটিই উদ্দেশ্য।

কাসেম।[১২]

জিবরিল (আ.) তাঁর উপনাম দিয়েছিলেন : আবু ইবরাহিম।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বহু গুণবাচক নাম রয়েছে।[১৩] ইমাম হাফিযুল হাদিস আবুল কাসেম আলি ইবনুল হাসান ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আশ-শাফেয়ি আদ-দিমাশ্‌কি (রহ.), যিনি ইবনে আসাকির নামে প্রসিদ্ধ, এই নামগুলোকে তিনি তাঁর কিতাব 'তারিখে দিমাশ্‌ক'-এ আলাদা অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৪] সেখানে তিনি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রচুরসংখ্যক নাম উল্লেখ করেছেন। যেগুলোর কিছু নাম তো সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমেই বর্ণিত হয়েছে। আর বাকিগুলোও অন্যান্য হাদিসের কিতাবে এসেছে। সে-নামগুলোর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু হচ্ছে :

মুহাম্মাদ, আহমাদ, আল-হাশির, আল-আকিব, আল-মুকাফফি, আল-মাহি, খাতামুন নাবিয়্যিন, নাবিয়্যুর রাহমাহ, নাবিয়্যুল মালহামাহ (অন্য রেওয়ায়াতে, নাবিয়্যুল মালাহিম), নাবিয়্যুত তাওবাহ, আল-ফাতিহ, ত্বহা, ইয়াসিন এবং আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।[১৫]

১২. ইমাম যাহাবি (রহ.) বলেন, "আবুল কাসেম নামটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কুনিয়াত হওয়ার বিষয়টি মুতাওয়াতির পর্যায়ের।" (তারিখুল ইসলাম : ১/৪৮৮)

১৩. আল্লামা কাসতাল্লানি (রহ.) বলেন, "কারো গুণবাচক নামের আধিক্য তার গুণাবলির আধিক্য প্রকাশ করে।" (আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ : ২/১১)

১৪. তাহযিবু তারিখি দিমাশ্‌ক : ১/২৭৪।

১৫. এখানে উল্লেখ-করা নামগুলোর প্রায় সবগুলোই সহিহ বা হাসান পর্যায়ের হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত। তবে আল-ফাতিহ, ত্বহা এবং ইয়াসিন-এই তিনটি নামের ব্যাপারে কোনো গ্রহণযোগ্য দলিল পাওয়া যায়নি, যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে এগুলোকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম হিসাবে আখ্যা দেওয়া যায়। যদিও এগুলোর সমর্থনে কিছু হাদিস পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলো এতটাই দুর্বল বা জাল পর্যায়ের, যা দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। —শাইখ খালিদ ইবনে আবদুর রহমান আশ-শায়ে'।

মুহাম্মাদ ও আহমাদ এই দু'টি নাম তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্মের সময়ই রাখা হয়েছিল। যেমন বর্ণিত হয়েছে : আমেনা যখন তাঁকে গর্ভে ধারণ করেন, তাঁকে আদেশ করা হয়েছিল, যেন তাঁর নাম রাখা হয় "আহমাদ"। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ১/৮৪,

ইমাম হাফিযুল হাদিস আবু বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলি আল-বাইহাকি (রহ.) বলেন, "কিছুসংখ্যক আলেম আরও কিছু অতিরিক্ত নামের কথা বলেছেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই নামগুলো উল্লেখ করেছেন :

রাসুল, নবি, উম্মি, শাহেদ, মুবাশ্‌শির, নাযির, দায়ি ইলাল্লাহ বি-ইযনিহি, সিরাজ, মুনির, রউফ, রহিম, মুযাক্‌কির, রহমত, নেয়ামত এবং হাদি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।[১৬]

মাকতাবাতুল খানেজি, কায়রো। সনদ হাসান-মুহাম্মাদ ইলিয়াস আল-ফালুযা, মাওসুআ ফি সহিহিস সিরাতিন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ৯৭। ইবনে সা'দেরই পরবর্তী রেওয়ায়াতে নবিজি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নিজেই বলেছেন, "তাঁর নাম রাখা হয়েছিল 'আহমাদ'।" –মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৭৬৩, সনদ হাসান–শুআইব আরনাউত) আমেনার স্বপ্নের বিবরণে অন্য হাদিসে "আহমাদ" ও "মুহাম্মাদ" উভয় নামের কথা রয়েছে। (দালায়িলুন নুবুওয়্যাহ, আবু নুআইম আসফাহানি : ১/১৩৬, সনদ যয়িফ–ড. মুহাম্মাদ রাওওয়াস, দারুন নাফায়েস, বৈরুত) আরেকটি বর্ণনায় : আবদুল মুত্তালিবই তাঁর নাম রেখেছিলেন "মুহাম্মাদ"। (সিরাতে ইবনে হিব্বান, পৃ. ৩৯; আল-খাসায়িসুল কুবরা, সুয়ুতি : ১/৮৫, ১০৬ টীকাসহ, তাহকিক : ড. মুহাম্মাদ খলিল হারাস, দারুল কুতুবিল হাদিসাহ, মিশর)

আল-হাশির : একত্রিতকারী–কেয়ামতের দিন সবাইকে তাঁর সামনে একত্রিত করা হবে বলে এই নাম। আল-আকিব : পরে আগমনকারী–সব নবির (আলাইহিমুস সালাম) পরে আগমনকারী। আল-মুকাফফি : পদাঙ্কানুসারী–সব নবির পরে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে একই দাওয়াত নিয়ে আগমনকারী। আল-মাহি : বিনাশকারী–কুফর ও শিরকের বিনাশ সাধনকারী। খাতামুন নাবিয়্যিন : শেষ নবি। নাবিয়্যুর রাহমাহ : রহমতের নবি–যাঁর উম্মত সবচেয়ে বেশি রহমতপ্রাপ্ত হবে। নাবিয়্যুল মালহামাহ : মহাযুদ্ধের নবি–কুফর, শিরক ও মানবতাবিরোধিদের মোকাবেলায় অস্ত্রধারণকারী মহাযোদ্ধা। নাবিয়্যুত তাওবাহ : তওবার নবি–যাঁর উম্মতদের তওবার সুযোগ সবচেয়ে প্রশস্ত। আল-ফাতিহ : বিজয়ী।

১৬. দালাইলুন নুবুওয়াহ : ১/১৬০।

রাসুল : প্রেরিত পুরুষ। নবি : ঐশী বার্তাপ্রাপ্ত; পয়গম্বর। উম্মি : অক্ষরজ্ঞানমুক্ত–এটি অন্যদের জন্য দোষের হলেও তাঁর জন্য গুণ; যাতে এ কথা বলার কোনো সুযোগ না-থাকে যে, কুরআন তাঁর রচিত/লিখিত কিতাব। শাহেদ : সাক্ষী–কেয়ামতের দিন তিনি সাক্ষীরূপে আবির্ভূত হবেন। মুবাশ্‌শির : সুসংবাদদাতা–জান্নাতের সুসংবাদদাতা। নাযির : সতর্ককারী–জাহান্নামের শাস্তির বিষয়ে সতর্ককারী। দায়ি ইলাল্লাহ বি-ইযনিহি : আল্লাহর সরাসরি নির্দেশে তাঁর পথে মানুষকে আহ্বানকারী। সিরাজ : প্রদীপ। মুনির : আলো-ছড়ানো/যা আলোকিত করে। রউফ : দয়ালু। রহিম : অনুগ্রহশীল। মুযাক্‌কির : উপদেশদাতা। রহমত : আল্লাহর করুণা। নেয়ামত : আল্লাহর দান। হাদি : পথপ্রদর্শক।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কুরআনে আমার নাম মুহাম্মাদ, ইনজিলে আহমাদ, তাওরাতে আহ্‌ইয়াদ। আর আমার নাম আহ্‌ইয়াদ রাখার কারণ হলো, আমি আমার উম্মতকে জাহান্নামের আগুন থেকে ফিরাব।"[১৭]

আমার মতে[১৮] : এই নামগুলোর কিছু হচ্ছে গুণবাচক শব্দ, যেগুলোকে নাম হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে রূপকভাবে।

ইমাম হাফিযুল হাদিস কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি আল-মালেকি (রহ.) তাঁর কিতাব "আল-আহ্‌ওয়াযি ফি শারহিত তিরমিযি"[১৯]-তে বলেছেন, "কতক সুফিয়ানে কেরামের মতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একহাজার নাম রয়েছে। নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এরও রয়েছে একহাজার নাম।"[২০]

---

১৭. হাদিসটি ইবনে আদি (রহ.) রেওয়ায়াত করেছেন। (তাহযিবু তারিখি দিমাশ্‌ক : ১/২৭৫) ইবনে আসাকির তারিখে দিমাশ্‌কেও হাদিসটি রেওয়ায়াত করেছেন। (তারিখে দিমাশ্‌ক : ৩/৩২) হাদিসটির সনদে ইসহাক ইবনে বিশর নামে একজন রাবি আছেন, যিনি মিথ্যুক ও মাতরুক। (মিযানুল ইতিদাল : ১/১৮৪) সুতরাং এই হাদিসের উপর ভিত্তি করে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম হিসাবে "আহ্‌ইয়াদ" নামটি সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

১৮. ইমাম নববি (রহ.)-এর বক্তব্য। বইয়ের সব জায়গায় যেখানেই "আমি", "আমার" ইত্যাদি বলা হয়েছে, সেগুলো সবই ইমাম নববির নিজের বক্তব্য।

১৯. আল-আহ্‌ওয়াযি : ১০/২৮০-২৮৭)

২০. আল্লাহ তাআলার নাম কোনো সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করা ঠিক নয়। কারণ, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এই দোয়া করতেন: "হে আল্লাহ, আমি আপনার সেই নামের উসিলায় আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, যে নাম আপনি নিজের জন্য রেখেছেন, আপনার কোনো কিতাবে নাযিল করেছেন, সৃষ্টিজগতের মধ্যে কাউকে তা জানিয়েছেন কিংবা আপনার গায়েবি ইলমের খাজানায় তা শুধু নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন..." (মুসনাদে আহমাদ : ১/৩৯১, ৪৫২; সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস: ২৩৭২; মুস্তাদরাকে হাকেম : ১/৫০৯) লক্ষণীয়, হাদিসে বর্ণিত নাম ছাড়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম হিসাবে এমন কোনো শব্দকে তার নাম সাব্যস্ত করা ঠিক নয়, যাতে তাঁর প্রশংসায় অতিরঞ্জন হয়। কারণ, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "খ্রিস্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিস

ইবনুল আরাবি (রহ.) আরও বলেন, "আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামের ক্ষেত্রে তো এই সংখ্যা নেহায়েত কমই বটে! তবে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গুণবাচক নামসমূহের মধ্য থেকে আমি সেগুলোকেই সাব্যস্ত করি, যেগুলো তাঁর নাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো বর্ণনা পাই। এই মূলনীতি অনুযায়ী আমি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চৌষট্টিটি নাম পেয়েছি।"

এরপর তিনি সে-নামগুলো বিস্তারিত ও চমৎকার ব্যাখ্যা সহকারে পেশ করেছেন। তারপর বলেছেন, "এগুলো ছাড়াও তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও অনেক নাম রয়েছে।"

❁

রাসুলুল্লাহর ﷺ সম্মানিত মাতা[২১]

সাল্লাম) কে নিয়ে যেমন বাড়াবাড়ি করেছে, আমাকে নিয়ে তোমরা তেমন বাড়াবাড়ি করবে না। কারণ, আমি তো শুধু আল্লাহর নগণ্য এক বান্দা। তাই তোমরা (আমার প্রশংসা করতে চাইলে) বলবে, (তিনি হচ্ছেন) আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল।" (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৪৪৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ৩৩১; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদিস: ২০৫২৪) এখানে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে "আল্লাহর বান্দা" বলে প্রশংসা করতে বলার কারণ হলো, একজন মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় প্রশংসার বিষয় হলো, সে আল্লাহর প্রকৃত গোলাম ও খাঁটি বান্দা হওয়া। যে কারণে সুরা বনি ইসরাইলের শুরুতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "পবিত্র সেই সত্তা, যিনি তাঁর 'বান্দা' কে রাতের সফর করিয়েছেন।" (আয়াত : ০১) আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।

২১. বংশ ও অবস্থানের দিক দিয়ে নবিজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমেনা বিনতে ওয়াহব ছিলেন কুরাইশি রমনীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তীক্ষ্ণ মেধা ও বক্তব্যের সৌন্দর্যে সহজেই তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিতেন। চাচা উহাইব ইবনে আবদে মানাফের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়েছেন। আবদুল মুত্তালিব এই মহিয়সী নারীর খোঁজ পেয়ে ছেলে আবদুল্লাহ কে নিয়ে উহাইবের বাড়িতে উপস্থিত হন। উহাইব আবদুল্লাহর সঙ্গে আমেনার বিয়েতে সম্মতি দেন। সেই সঙ্গে আবদুল মুত্তালিব উহাইবের মেয়ে হালাহ কে নিজে বিয়ে করারও প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবেও উহাইব রাজি হন। ফলে একই মজলিসে বাপ-বেটা দুই চাচাতো বোনকে বিয়ে করেন। আমেনার গর্ভে আসেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর হালাহ'র গর্ভে আসেন হামযাহ (রা.)। দুইজনকেই আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবাহ দুধপান করান। সেই সূত্রে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং হামযাহ (রা.) দুধভাই এবং চাচা-ভাতিজা!

নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্মানিত মায়ের নাম : আমেনা বিনতে ওয়াহব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যুহরা ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুয়াই ইবনে গালেব।[২২]

❁

রাসুলুল্লাহর ﷺ শুভজন্ম

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হস্তিবাহিনীর আক্রমণের বছর জন্মগ্রহণ করেন।[২৩]

বিয়ের সময় আবদুল্লাহর বয়স ছিল পঁচিশ, মতান্তরে ত্রিশ। নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমেনার গর্ভে আসার পর ব্যবসায়িক কাজে আবদুল্লাহ ফিলিস্তিনের গাজা অভিমুখে সফর করেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পথে মদিনায় পৌঁছলে তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়। এরপর নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্মগ্রহণ করেন। শিশুনবিকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে করে প্রতিবছরই আমেনা আবদুল্লাহ'র কবর যিয়ারতে যেতেন। সেখানে তাঁর বাবার আত্মীয়-স্বজন ছিলেন বনি আদি ইবনুন নাজ্জার। তাদের সঙ্গেও দেখা করে আসতেন। এক বছর এই সফরে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। মক্কা আর মদিনার মাঝামাঝি আবওয়া নামক জায়গায় তাঁর ইন্তেকাল হয়। তখন শিশুনবির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বয়স ছয় (মতান্তরে চার) বছর। (আল-ইস্তিআব, ইবনে আবদুল বার : ১/১০; আল-আ'লাম, যিরিকলি : ১/২৫-২৬)

২২. কিলাব ইবনে মুররা পর্যন্ত গিয়ে নবিজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিতার বংশের সঙ্গে মায়ের বংশ মিলিত হয়েছে। এ কারণে তাঁর মা-ও ছিলেন কুরাইশ বংশের।

২৩. ইয়েমেনের শাসনকর্তা আবরাহা ছিল কট্টর খ্রিস্টান। মক্কায় কাবা শরিফের মান-মর্যাদা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে সে ইয়েমেনে সেরকমই একটা ঘর বানায়। আরবদের সেখানে তাওয়াফ করতে এবং কা'বার বিপরীতে সেটাকে সম্মান করতে আহ্বান জানায়। এ উদ্দেশ্যে তার আশপাশে বহু ভোগ-বিলাসের সামগ্রী ও শুঁড়িখানা স্থাপন করে সে। কিন্তু আরবরা একে মোটেই ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। বিশেষত কুরাইশ গোত্র তো এর প্রচণ্ড বিরোধী ছিল। এরই মধ্যে কেউ একজন আবরাহার ওই ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনায় প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে আবরাহা কা'বা শরিফকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিরাট এক হস্তিবাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা করে। মক্কার লোকেরা নিজেদের অপারগতায় কোনো রকম বাধা দেওয়ার হিম্মত হারিয়ে ফেলে। শুধু আল্লাহর কাছে রোনাজারি করে তারা তাঁর ঘর সংরক্ষণের জন্য দোয়া করে। আবরাহা হস্তিবাহিনী নিয়ে কা'বাঘরের কাছাকাছি মুহাসসার